উড়ালগদ্য-১৪

কাজী জহিরুল ইসলাম

কিট্টি পার্টি

শান্তি জয়দেব আমার একজন সহকর্মী। ভারত পুলিশ বিভাগের এসপি। জন্ম হায়দ্রাবাদে, গুজরাটে বহুদিনের নিবাস। তেলেগু তার মাতৃভাষা হলেও তিনি মালেআলেম, হিন্দি, ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। আমরা একই বাড়িতে থাকি। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘের আইভরিকোস্ট মিশনের পুলিশ বাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য। আমরা ওদেরকে বলি উনপোল (UNPOL). ওরা প্রতি ৩০ দিন একটানা কাজ করার পর ৬দিন ছুটি নিতে পারে, কেউ কেউ ৬০দিন একটানা কাজ করে ১২ দিন ছুটি নেয়। তবে ১২ দিনের বেশী ছুটি জমানো যাবে না, নিয়ম নেই। এই ছুটিকে জাতিসংঘ বলে সিটিও (কমপেনসেটরি টাইম অফ)। শান্তি এখন সিটিওতে আছেন। সেদিন আমাকে জানালেন, তিনি একটা পার্টিতে যাচ্ছেন। মিশন জীবনের একমাত্র বিনোদন হলো পার্টি। স্ত্রী-সন্তান রেখে এই দূর দেশে পড়ে আছি। পাঁচদিন একটানা কাজ করার পর শুক্রবার সন্ধ্যাটা হলো আমাদের একটু নিঃশ্বাস ফেলার দিন। পার্টি নাইট। তীব্র রোদের ফাক গলে ছুটে আসা এক পশলা ঠান্ডা হাওয়া। সেই হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আমরা সজীব হয়ে উঠতে চাই আরো একটি দীর্ঘ কর্মসপ্তাহ কাটানোর জন্য। কেউ পার্টির কথা বললে আমরা সচকিত হয়ে উঠি। আমি ওকে বললাম, আমাদের দাওয়াত নেই পার্টিতে? ও একটু রহস্য করে বললো, এই পার্টিতে তোমরা নিষিদ্ধ। এ আবার কেমন কথা। আমরা নিষিদ্ধ। এর মানে কি? ও বললো, পার্টি থেকে ফিরে এসে বলবো।

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে উমেশ, প্রমোদ আর আমি ওকে জেঁকে ধরলাম 'নিষিদ্ধ' কথাটির গুঢ় রহস্য উন্মোচন করার জন্য। বাইরে তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা বসেছি বিশাল টানা বারান্দায়। বৃষ্টির ছাট এসে আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। আর আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে তখন লক্ষ্ণৌয়ের পুরুষ উমেশ বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে বাংলা সঙ্গীতে সরব হয়ে উঠলেন, 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছো দান'। এই মানুষটির সঙ্গে এক বাড়িতে আছি আজ বেশ অনেকদিন অথচ এখনো জানতে পারলাম না, তিনি এতো সুন্দর সুর ও উচ্চারণে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারেন। গান শেষ হতেই আমরা সকলেই যেন একসাথে শান্তিকে বলে উঠলাম, এমন কি পার্টিতে আপনি গেলেন যে ওখানে পুরুষ নামক প্রাণীদের যাওয়া নিষিদ্ধ? শান্তি বললো, এই পার্টির নাম কিট্টি পার্টি। দুনিয়ার আর কোথাও এ ধরণের পার্টি হয় কি-না জানি না, তবে ভারতে এটা বেশ কমন বিষয়।

কিট্টি পার্টি শুধুমাত্র গৃহবধুদের জন্য। এর টাইম-টেবিলটাও ভিন্ন। সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা অথবা বিকাল তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা। অর্থাৎ যে সময়টা স্বামীগণ বা পুরুষরা বাইরে থাকে শুধুমাত্র

সে সময়টাতেই গৃহবধুরা একত্রে মিলিত হয় নিজেদেরকে মেলে ধরার জন্য। সমমনা নির্দিষ্ট সংখ্যক গৃহবধু গড়ে তোলেন কিট্টি ক্লাব। এর উদ্দেশ্য দুটি। নিজেদের চিত্তরঞ্জনের ব্যবস্থা করা এবং কিছুটা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা তৈরী করা। একটা বেশ পাকাপোক্ত এজেন্ডা থাকে প্রতিটা পার্টির। প্রথমে সবাই পাঁচ'শ টাকা করে চাঁদা দেয়। ত্রিশজনের ক্লাব হলে ১৫ হাজার টাকা হয়ে যায়। এই টাকা থেকে তিন হাজার টাকা তুলে রাখা হয় পরের সভায় সকলের জন্য ছোট ছোট উপহার, ফুল এবং পার্টির খাবার কেনার জন্য। সভার সকলেই যার যার সাধ্যমতো নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, কৌতুক ইত্যাদি পরিবেশন করেন প্রথম পর্বে। এরপর বিরতি। বিরতির সময়ে চা-নাশতা পরিবেশন করা হয়। এরপর দ্বিতীয় পর্ব। এ পর্বটিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। সেই যে ১৫ হাজার টাকার ১২ হাজার টাকা থাকলো, এখন এই টাকা লটারীর মাধ্যমে একজন সৌভাগ্যবতী নির্বাচন করে তার হাতে তুলে দেওয়া হবে। আজ যিনি লটারীতে বিজয়ী হবেন, পরের সভায় তার নাম তালিকায় থাকবে না। অন্যদের মধ্য থেকে একজন বিজয়ী হবেন পরের দিনের লটারীতে। এমনি করে ঘুরে ঘুরে সবাই পাবেন এই টাকা। গৃহবধুদের পক্ষে একসঙ্গে এতোগুলো টাকা জোগাড় করে নিত্য প্রয়োজনীয় বড় একটা আইটেম কেনা বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। কিট্টি ক্লাবের এই টাকাটা পেলে ওরা ওদের পছন্দের একটি-দুটি সামগ্রী অনায়াশেই কিনে ফেলতে পারেন। লটারী হয়ে গেলে, সকলের মধ্যে ছোট ছোট উপহার সামগ্রী এবং ফুল বিতরণ করা হয়। এভাবেই দুই থেকে তিন ঘন্টা কিট্টি পার্টির ক'জন সমমনা নারী সপ্তাহে কিংবা মাসে একটা দিন উৎসব আনন্দে মুখর হয়ে ওঠার সুযোগ পান। সংসারের নিত্যদিনের কাজকর্মে ব্যপ্ত থাকা রমনীগণ তাদের একঘেয়েমী কাটানোর জন্য কিট্টি ক্লাব গড়ে তোলার বিষয়টি আমার কাছে একটি অতি প্রসংশনীয় উদ্যোগ বলে মনে হয়েছে।

ঢাকার গৃহবধুরাও এরকম কিট্টি ক্লাব গড়ে তুলতে আগ্রহী হলে মন্দ হয় না। 'ঘর হইতে দুই পা ফেলিয়া' বের হওয়ার প্রথম সোপান। উনুনের পাশে সেদ্ধ হওয়া চমাড়া-মাংসে খানিকটা খোলা হাওয়া লাগানো। সেই হাওয়ার দোলায় মন যদি প্রজাপতি হয়, ক্ষতি কি?

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৯ মার্চ, ২০০৬